CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS
SEM II CC4 : POLITICAL PROCESS IN INDIA
TOPIC II: Determinants of Voting Behaviour-Caste, Class, Gender & Religion
ভোটদান আচরণ এবং এর নির্ধারকরা–জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ এবং ধর্ম

সংক্ষিপ্তসার: গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমসাময়িক যুগে ভোটিং অন্যতম ব্যবহৃত ব্যবহৃত শব্দ। গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং অনুশীলনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এই শব্দটিকে একটি সাধারণ পরিবারের নামও করে তুলেছে।

ভারতে ভোটদান আচরণ: ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। 18 বছরের বা তার বেশি বয়সের সমস্ত নাগরিকের ভারতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের বেশিরভাগ সংখ্যার নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তারা অতীতে বুদ্ধিমান এবং পরিপক্কভাবে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্য কাজ করেছে। তারা ইতিমধ্যে লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা সমাবেশ এবং বিপুল সংখ্যক দ্বি-নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কিছু নির্বাচনী গবেষণা অধ্যয়ন পদ্ধতি ও পরিশীলনের অভাবে পরিচালিত হয়েছিল। তবে, এখন আধুনিক পদ্ধতি এবং পর্যবেক্ষণের কৌশলে ভারতে নির্বাচনী গবেষণার মানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। এ জাতীয় নির্বাচনী অধ্যয়নগুলি মূলত ভোটদানের আচরণ সম্পর্কিত পাশ্চাত্য গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়।

মূল বিষয়গুলি:

- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকারী সিদ্ধান্ত, নীতি ও কর্মসূচি এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত প্রার্থীদের গুণাবলী তাদের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান হিসাবে প্রকাশ করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন।
- নির্বাচনী আচরণের নির্ধারণকারীদের অধ্যয়ন অভিজ্ঞতাগত তদন্তের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র গঠন করে।
- মানুষ দার্শনিক অর্থে মূলত: যুক্তিবাদী প্রাণী; তবে তারা রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে এতটা যৌক্তিক নয়।
- নির্বাচনী আচরণের নির্ধারকগুলির একটি অভিজ্ঞতাগত গবেষণা মানুষের আচরণ সম্পর্কে সমালোচিত তথ্য প্রদর্শন করে যেমন –ক) **জাতি**, খ) **শ্রেণী**, গ) **লিঙ্গ** এবং ঘ) **ধর্ম** - যেইগুলি ভারতীয় ভোটারদের মনে নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে।

ক. ভূমিকা (Introduction)

"ভোট" গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমসাময়িক যুগে সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে একটি। গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং অনুশীলনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এই শব্দটিকে একটি ঘরের নামও করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, এবং তাদের সংখ্যা বেশ বড় এবং এমনকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতিমালা এবং প্রোগ্রামার এবং সরকারী প্রার্থীদের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান প্রকাশের একটি উপায় হিসাবে "ভোটদান" ব্যবহার করেন জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদা পাওয়ার সংগ্রামে।

সীমিত উপায়ে ভোটদান বলতে নির্বাচনে ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকে বোঝায়। যাইহোক, রিচার্ড রোজ এবং হারভে ম্যাসাভির যেমন উল্লেখ করেছেন, ব্যাপকভাবে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভোট প্রদানের বিষয়টি ভোট দেয়:

১. এটি সরকার বা প্রধান সরকারী নীতিগুলির স্বতন্ত্র পছন্দএর সাথে যুক্ত|
২. এটি ব্যক্তিগণকে শাসকশ্রেণী এবং প্রার্থীদের সাথে একটি পারস্পরিক ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রভাবের বিনিময়ে অংশ নিতে অনুমতি দেয়;
৩. এটি বিদ্যমান সাংবিধানিক শাসনের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের বিকাশ বা রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখে;
৪. এটি বিদ্যমান সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা থেকে ভোটারদের অসন্তুষ্টির বিকাশ বা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে;
৫. এটি ব্যক্তিদের কাছে সংবেদনশীল তাত্পর্যপূর্ণ; এবং
৬. কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি অকার্যকরও হতে পারে|

খ) ভোট দেওয়ার আচরণ: (Voting Behaviour)

স্যামুয়েল এস এল্ডার্সওয়ার্ড তার "ভোট আচরণ আচরণে তত্ত্ব ও পদ্ধতি" প্রবন্ধে লিখেছেন: "ভোটদানের আচরণ "শব্দটি নতুন নয়। তবে এটি অধ্যয়নের কিছু ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ধরণের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা পূর্বে কল্পনাও করা হয়নি বা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছিল।"

ভোটদানের আচরণগত ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ভোটের পরিসংখ্যান, রেকর্ড এবং নির্বাচনী শিফট এবং দোলগুলির গণনা পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটিতে পৃথক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির (বিশ্লেষণ, আবেগ এবং অনুপ্রেরণা) বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক কর্মের সাথে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নিদর্শনগুলির যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের উপর তাদের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের একটি বিশ্লেষণও জড়িত।

প্লানো এবং রিগসের কথায়, "ভোটদানের আচরণগুলি জনগণের নির্বাচনে জনগণকে যেভাবে ভোট দেয় এবং যেভাবে তারা কেন ভোট দেয় সে কারণগুলির সাথে জড়িত অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র” |

এটি নির্বাচনে ভোটদানের প্রসঙ্গে মানুষের রাজনৈতিক আচরণের একটি অধ্যয়নও সম্পর্কিত। ভোটদানের আচরণগুলি লক্ষ লক্ষ লোক যারা ভোটার হিসাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত তাদের মনের উন্মুক্ত ভাবনার ব্যবহার করে।

ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচন গণতান্ত্রিক শ্রেণি সংগ্রামকে প্রকাশ করে। ভোট পরিমাপের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের, শ্রেণি, শিক্ষা, ধর্মীয় বা বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আনুগত্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্যের খবরও থাকে| নির্বাচনী আচরণের অধ্যয়ন অভিজ্ঞতাগত তদন্তের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র গঠন করে যা রাজনীতির বিষয়গুলিকে সমাজবিজ্ঞানের অনুশাসনের খুব কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ যে উন্নত অধ্যয়নের একটি নতুন মাত্রাপায় এবং তারই একটি শাখাও নামটির সাথে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতাত্ত্বিক রাজনীতির অঙ্গনে।

দার্শনিক অর্থে মানুষ একটি যুক্তিযুক্ত প্রাণী; কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রগুলিতে এতটা যৌক্তিক নয় । মানুষ আদতে আরও অনেক বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভোটারদের মনকে প্রভাবিত করার জন্য ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক কারণগুলিকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি এবং স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর বিশেষ ভূমিকাও রয়েছে ।

এরই বাস্তবতা প্রতিটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযোজ্য এবং ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় ভোটদানের আচরণকে বিবেচনায় রেখে অধ্যাপক ভি.এম.সিরসিকার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন: “নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত

তর্কবিতর্ক ব্যতীত অন্য কারণকেও ইঙ্গিত করে। এটি বলা যেতে পারে যে ভারত একটি স্থিতিশীল সরকারকে সুরক্ষিত করেছে, তবে গণ-দক্ষতা, বর্ণবাদী প্রভাব, সংখ্যালঘুদের ভয় এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্যারিশম্যাটিক নিয়ন্ত্রণ এই প্রক্রিয়ায় কোনও প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ”

গ) ভারতে ভোটদান আচরণ: নির্ধারক (Voting Behaviour in India: Determinants)

ভোটারদের আচরণ বিভিন্ন কারণে যেমন i) জাতি, ii) শ্রেণি, iii) লিঙ্গ এবং iv) ভারতীয় ভোটারদের মনে নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ে বিজয়ের স্বার্থে এই পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে। আলোকিত ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য তৈরি পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিবিদদের অনেকেই জনগণের ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রতি আহ্বান জানাতে দেখা যায়। উপরে বর্ণিত কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রাসঙ্গিক স্লোগান দ্বারাও ভোটাররা প্রভাবিত হয়। ভারতীয় নির্বাচনী আচরণের গবেষণায় এই সমস্ত কারণগুলির ভূমিকা পরীক্ষা করা গুরুতপূর্ণ|

সুতরাং, ভারতে আমাদের প্রধান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদানের আচরণের জন্য নির্ধারিত হিসাবে কাজ করে এমন রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণগুলিই আলোচনার বিষয়বস্তু:

শ্রেনী (Class):

শ্রেনী ভোটদান বলতে অন্য শ্রেণীর ভোটারদের তুলনায় নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণির লোকদের বিকল্প বিকল্পের পরিবর্তে প্রদত্ত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বোঝায়। ২০০—-২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে অনেক ইউরোপীয় সমাজে এবং মূলত ব্রিটেনের ব্রেসিতের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের ধাক্কায় ফলাফলের মধ্যে ধীরে ধীরে ডানপন্থী দলগুলির উত্থান ঘটেছিল, যার মধ্যে সবাই শ্রেণি ভাগকে প্রকাশ করেছে। তাই শ্রেনী আবার রাজনীতি বোঝার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো ।

শ্রেণীর অবস্থানগুলি পরিমাপ করার সর্বাধিক উপযুক্ত উপায় এবং শ্রেণি-ভোট সংযোগের পরিসংখ্যানগতভাবে পরিমাপের পরিসংখ্যানের চেষ্টা করার মতো সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞাটি বিতর্কিত হয়েছে। শ্রেণি ভোটদানের স্তর স্থিতিশীল, দুর্বল বা সহজভাবে বিকশিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে একটি অভিজ্ঞতাগত প্রশ্ন রয়েছে, কারণ পাশ্চাত্য সমাজগুলি শিল্প থেকে উত্তর-শিল্পে চলে গেছে। শ্রেণীগত অবস্থানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি রাজনৈতিক অগ্রাধিকার গঠন বোঝার জন্য আসে শ্রেণীর অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলিতে অসংখ্য পেশাগত শ্রেণিবদ্ধকরণ, কর্মসংস্থানের অবস্থান (যেমন মালিক বনাম কর্মচারী), অবস্থানের র‍্যাঙ্কিং, আয়ের স্তর, শিক্ষার স্তর, শিক্ষা এবং আয় ও পেশার বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং বিষয়গত শ্রেণি সনাক্তকরণ - সাধারণত উচ্চ / মধ্য / নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

ভোটিং আচরণ সম্পর্কে অধ্যয়নরত অনেক গবেষক সমাজতাত্ত্বিক বিশেষত গোল্ডথর্প (১৯৮৭; এরিকসন এবং গোল্ডথর্প ১৯৯২; গোল্ডথর্প এবং ম্যাককাইটন ২০০৬) দ্বারা পরিমাপের উপকরণ হিসাবে মূলত গড়ে ওঠা পেশাগত শ্রেণির অবস্থানের একটি প্রতিষ্ঠিত, বৈধ ও বহুল ব্যবহৃত ব্যবস্থাকে অবলম্বন করার প্রবণতা পোষণ করেছেন। এই পরিমাপে চিহ্নিত প্রধান শ্রেণিগুলি হল উচ্চ এবং নিম্ন পেশাদার এবং পরিচালিত ক্লাস (প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণি), 'রুটিন ন্যানম্যানুয়াল সোশ্যাল ক্লাস এবং ভোটিং ক্লাস' (সাধারণত নিম্ন-গ্রেডের কেরানী 'হোয়াইট-কলার শ্রমিক', তৃতীয় শ্রেণি), 'ক্ষুদ্র বুর্জোয়া' (ক্ষুদ্র নিয়োগকর্তা এবং স্ব-কর্মসংস্থান, চতুর্থ শ্রেণি) এবং 'শ্রমজীবী শ্রেণি' (ফোরম্যান এবং

টেকনিশিয়ান, দক্ষ, আধা ও দক্ষ নয় এমন ম্যানুয়াল শ্রমিক, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি) সাধারণত, শ্রমজীবী শ্রেণি ম্যানুয়াল বা ব্যক্তিগত সেবার পেশায় এবং কৃষি শ্রমিকদের (যদিও কৃষক নয়, যারা চতুর্থ শ্রেণিতে থাকে) অর্ধ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত। শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য সুরক্ষা। এজন্য কিছু ভোটার বেকারত্বের স্তরে পরিবর্তন এবং অন্যরা মুদ্রাস্ফীতির হারের প্রতি আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সামাজিক শ্রেণিগুলির এই পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনী আচরণকে আকার দেয়|

ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার সাথে, ভারতীয় ভোটাররা এমন রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও প্রস্তুত যেগুলি সুশাসন, কম দুর্নীতি, উন্নত পরি কাঠামো এবং আরও দক্ষ সামাজিক পরিষেবাদির প্রতিশ্রুতি দেয় যা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী দফায় মনোনিবেশ করবে। দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলতে শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের সম্ভাবনা শ্রেণীর অবস্থানগুলির মানকে নির্দেশ করে যা আকারে উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথক হতে পারে।

জাতি (Caste): ভারতে ভোটদানের আচরণের নির্ধারক হিসাবে জাতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। সমাজে এর গভীর শিকড় রয়েছে এবং এটি সর্বস্তরে সামাজিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করে| এর ভিত্তিতে পদক্ষেপ ও বৈষম্যকে নিষেধ করে এমন বেশ কয়েকটি বিধান গ্রহণ করা সত্ত্বেও, জাতিটি রাজনৈতিক আচরণের একটি নির্ধারক হিসাবে অবিরত রয়েছে। রাজনীতিতে জাতি ও বর্ণবাদের রাজনীতি ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি সুপরিচিত বাস্তবতা। জাতিগোষ্ঠী ভারতে অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের প্রধান ভাষা।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের নীতিমালা, কর্মসূচি এবং নির্বাচনের কৌশল তৈরির সময় সর্বদা জাতি ও বর্ণের বিষয়টিকে মাথায় রাখে। একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাতি ও বর্ণ একটি উপাদান। জাতি ও বর্ণের নামে ভোট দাবি করা হয় এবং নির্বাচন শুরুর পরিকল্পনা করার জন্য সাধারণত "নীতিগুলি" ব্যবহার করা হয়।

ভোটদানের আচরণের নির্ধারক হিসাবে জাতির ভূমিকাটি বেশ কয়েকটি পণ্ডিতের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তারা এই সিদ্ধান্তে উঠে এসেছেন যেহেতু মরিস জোন্স লিখেছেন, "রাজনীতি জাতির চেয়ে রাজনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনীতির আগের চেয়ে রাজনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ" উদাহরণ: অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর (জাতি) জন্য চাকরি সংরক্ষণের জন্য মন্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত এবং রাজনীতিতে এটি যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা ভারতের রাজনীতির নির্ধারক হিসাবে বর্ণের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়।

তবে, কমপক্ষে শহরাঞ্চলে বর্ণের নির্ধারক হিসাবে জাতি সংক্রান্ত পরিবর্তনটি চলছে। তবে পরিস্থিতি আরও বিপরীতমুখী হতে হওয়ার প্রয়োজন|

লিঙ্গ (Gender): কয়েক দশক ধরে ভারতে ভোটদান পুরুষ শাসিত একটি উদ্যোগ কিন্তু ভারতে মহিলারা এখন আরও বেশি সংখ্যক ভোট দিচ্ছেন। আজ ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য নির্বাচনে মহিলাদের ভোট তুলনায় বেশি। গভীরভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং রক্ষণশীল সমাজে এটি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বস্তুত ভারতের পুরুষরা সবসময়ই নারীদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে এসেছেন। ২০০৪ সালে, পুরুষরা জাতীয় নির্বাচনে মহিলাদের তুলনায় ৮.৪ শতাংশ-পয়েন্ট ভোটের সুবিধা নিয়েছিল। তবে সেই প্রভেদ এখন কমে দাড়িয়েছে মাত্র ১.৮ শতাংশ-পয়েন্টে। ভারতীয় মহিলারা অবিচ্ছিন্নভাবে আজ আরও শিক্ষিত এবং আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠছেন। এটি তাদের রাজনৈতিকভাবে আরও সচেতন করে তুলতে সহায়তা করছে ।

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিও নারীদের ভোটদানকে আরও সহজ এবং নিরাপদ করার চেষ্টা করছেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটারদের হুমকি কমাতে ভোটকেন্দ্রগুলির সুরক্ষার উন্নতি করে এবং নির্বাচনের দিন মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনএর মাধ্যমে আরও বেশি মহিলাকে ভোট দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করার চেষ্টা করছে। উচ্চতর শতাংশ মহিলা ভোটাররা নির্বাচনে অংশ নিলেও, ভারতের সাধারণ জনসংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। দেশটির ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, দেশে প্রতি এক হাজার পুরুষের জন্য প্রায় ৯৪৩ জন মহিলা রয়েছেন। বিশ্বব্যাংক অনুসারে, ১৯৪ টির মধ্যে ১৮৬তম অবস্থানে থেকে ভারত নীচের দিকেই রয়েছে। ভারতের নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত আরও খারাপ। দেশের ভোটার তালিকায় প্রতি ১০০০ পুরুষের জন্য কেবল ৯০৮ জন মহিলা রয়েছেন। এবং ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে, মহিলাদের এই অবস্থানগত কারণে প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো| এইভাবে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে, তবে আরও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে। ১৯৬২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন যার জন্য লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে ৩.৭ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন মহিলা। ১৯৯০ এর দশকে, প্রার্থী হিসেবে মহিলাদের অনুপাত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ২০১৪ সালে সংসদীয় দৌড়ে প্রার্থীদের মধ্যে ৮ শতাংশের বেশি মহিলা ছিলেন। এটি যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু একটি ক্ষুদ্র অনুপাত। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হিসাবে নারী-বান্ধব নীতিগুলির জন্য কণ্ঠস্বর তুলতে ঝুঁকছে।

ধর্ম (Religion): ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র - প্রত্যেককে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারের গ্যারান্টি দিয়ে, প্রতিটি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে সমান হিসাবে গণ্য করে - সাধারণভাবে রাজনৈতিক আচরণের নির্ধারক হিসাবে ধর্মের ভূমিকা রোধ করতে সফল হয়নি। এবং বিশেষত ভোটিংয়ের আচরণ।

যেমন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে যুক্ত যেমন রাজনৈতিক দল এবং নব্য-রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব, উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম লীগ, আকালি দল, হিন্দু মহাসভা, শিব সেনা ইত্যাদি ধর্মের ক্রমাগত ভূমিকার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল ভোটদানের আচরণের একটি নির্ধারক। ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় বহুবচন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এটি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রার্থীদের বাছাই একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি নজরে রেখেই করা হয়। প্রার্থীরা সহ-ধর্মীয় ভোটারদের সাথে ধর্মীয় কার্ড এবং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে অসাম্প্রদায়িক কার্ড খেলে ভোট চাইতে দ্বিধা করবেন না। রাজনৈতিক লক্ষ্যে ধর্মীয় স্থান ব্যবহার করাও একটি আদর্শ অনুশীলন, বিশেষত নির্বাচনের সময়। রাজনৈতিক-রাজনৈতিক ইস্যুগুলির ধর্মীয়করণ আবার রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য গোষ্ঠী দ্বারা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং, ভোটাররা প্রায়শই ধর্মীয় বিবেচনায় ভোট দেয়।

উপসংহার (Conclusion):

উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভারতীয় ভোটারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কোনও জাতি বা ধর্ম বা ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য নিয়ে ক্ষমতার অধিকারী সংগ্রামের জায়গায় ইস্যু ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্থানের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে। যেহেতু নির্বাচনগুলি গণতান্ত্রিক সরকারে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে, তাই ভোটারদের আচরণ বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ের জন্য এই পরিবর্তনশীলগুলি গুরুত্বপূর্ণ| তবে, কেবল একটি নির্বাচনী ব্যবস্থার উপস্থিতি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে গণতান্ত্রিক করে না। সুতরাং, নির্বাচন অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় এবং তাই সকল অগণতান্ত্রিক ও অন্যায্য উপায়ে নির্বাচনে এড়ানো উচিত।